গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
মোনেম বিজনেস ডিস্ট্রিক্ট (লেভেল-১২)
১১১, বীর উত্তম সি. আর. দত্ত রোড, ঢাকা-১২০৫
www.beza.gov.bd

আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চলের (জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল) জন্য প্রস্তুতকৃত পুনর্বাসন পরিকল্পনার সংক্ষিপ্তসারঃ

পটভূমি:

বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি মধ্য আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি। বাংলাদেশের গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার গত দশ বছরে ৬% এর উপরে। ২০২১ সালের মধ্যে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে দারিদ্র্য মুক্ত মধ্যম আয়ের একটি দেশে উন্নয়নে বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্র নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষমাত্রা বাস্তবায়নে জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রায় ৮% এ উন্নতি করা প্রয়োজন। একারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপির লক্ষমাত্রা ৭.৮% এ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে, বাংলাদেশ অর্থনীতি ব্যাপকভাবে বস্ত্র রপ্তানি ও বিদেশী কর্মীদের থেকে রেমিট্যান্সের উপর নির্ভর করছে। ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশ উন্নীত করণে বিদেশী বিনিয়োগবৃদ্ধির মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় শিল্প স্থাপন এবং সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরোও দৃঢ় করা সম্ভব।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাপান সরকারের অবদান অপরিসীম। ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম ইপিজেডে জাপানি কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশে প্রথম বিনিয়োগ শুরু করে। জাপানের বিনিয়োগ ১৯৯০ এর দশকে অন্যান্য নতুন ইপিজেডগুলিতে অব্যাহত থাকে এরই ধারাবাহিতকায় বর্তমানে অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে প্রচুর জাপানি বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া যাচ্ছে। জাপানিজ বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে ব্যাপক বিনিয়োগে আগ্রহ থাকলেও ইপিজেড এলাকায় আর নুতন কোন জমি বরাদ্দ করা সম্ভব হচ্ছে না । এ পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাইকার অর্থায়নে "বিদেশী সরাসরি বিনিয়োগ উন্নয়ন প্রকল্প" (FDIPP) এর আওতায় জাপানীজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রধানত জাপানী বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে এবং জাপানী বিনিয়োগ সহজতর এবং বৃদ্ধির জন্য এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে গত ডিসেম্বর ২০১৫ সালে এফডিআইপিপির জন্য ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্বাচনের লক্ষ্যে জাপানিজ পরামর্শক দল কর্তৃক তুলনামূলক সমীক্ষা প্রতিবেদন করা হয়। এরই ধারাবহিকতায় নারয়াণগন্জ জেলার আরাইহাজার উপজেলায় একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য সাইট নির্বাচন করা হয়।

ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রভাবঃ

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য দুই পর্যায়ে প্রায় ১০০০ একর জমি অধিগ্রহণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পেরর আওতায় প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৫৪১.৪৭ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। আড়াইহাজারে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ১ম পর্যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে সামাজিক প্রভাব নিরুপণের লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে মাত্র ১১ টি পরিবার (বসত বাড়ি) প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে ১ম পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় সামাজিক প্রভাবের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ
প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ	একর	প্রায় ৫০০
সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	সংখ্যা	১১
পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা (জমির মালিক)	সংখ্যা	১৭১৪
টিউবওয়েলের সংখ্যা	সংখ্যা	১২
ক্ষতিগ্রস্ত গাছের সংখ্যা (ছোট ও বড়)	সংখ্যা	১০৫৫
অতিদ্রারিদ্র পরিবারের সংখ্যা	সংখ্যা	১৫০
বর্গাচাষির সংখ্যা	সংখ্যা	২৩

সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি:

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২ (সংশোধিত ১৯৯৫) এবং বাংলাদেশ সরকার কতৃক ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে নতুন করে প্রণয়ণকৃত “স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭” হচ্ছে জমি অধিগ্রহণের মূল আইনী ভিত্তি । জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ গত সেপ্টেম্বর ২০১৭ এ ৪৯১.৪৭ একর জমি অধিগ্রহণে ১৯৮২ সালের আইন অনুসারে ৩ ধারা নোটিশ জারি করেন। “স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ-১৯৮২ (সংশোধিত ১৯৯৫)” এ অধিগ্রহণের ফলে “স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭” অনুযায়ি ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকগণ তুলুনামূলকভাবে কম ক্ষতিপূরণ পাবে । এ বাস্তবতায় পারবর্তীতে “স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন-২০১৭” অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ/পূর্নবাসন ব্যায় প্রদান করা হয়। জাইকার পরিবেশগত ও সামাজিক গাইডলাইনে উল্লেখ রয়েছে যে, উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে যে সকল পরিবার বা ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের পুনর্বাসন এবং জীবনমান পূর্বের চেয়ে উন্নতিকরণে প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ কারণে অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়নের ফলে কী ধরনের প্রভাব হয় তার জন্য একটি সামাজিক সমীক্ষা ও পূনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ।

পাবলিক কনসালটেশন :

সাধারণ জনগণের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনার (এফজিডি) মাধ্যমে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করে এ প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব নিরুপণ করা হয়েছে। একটি পাবলিক কনসালটেশন সভা এবং ১২টি এফজিডি করে এ সমীক্ষা কার্যক্রম প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিসহ সাধারণ জনগণ এ প্রকল্প উন্নয়নের পক্ষে মতামত প্রদান করে, তবে অধিগ্রহণের কারণে যাতে করে তারা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পায় সে বিষয়ে নজর দেয়ার অনুরোধ করেছেন। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্তদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প হতে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ তাদের এ অর্থনৈতিক অঞ্চলে চাকরি প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত পুনর্বাসন পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক ও বেজা কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। এছাড়া জাইকা ও বেজা’র ওয়েব সাইটে এ পুনর্বাসন পরিকল্পনা পাওয়া যাবে। এ পুনর্বাসন পরিকল্পনার সারাংশ বিশেষ করে প্রাধিকার, অভিযোগের প্রতিকারের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাদের সুবিধাদিসহ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে।

অভিযোগ প্রতিকার পদ্ধতিঃ

প্রকল্প পরিচালক, আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রকল্প, একটি অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া নির্ধারণ এবং অভিযোগ সমাধানে আড়াইহাজার অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন প্রকল্প বা ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠণ নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে অভিযোগের প্রতিকার পদ্ধতিগুলি জানানো হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তরা তাদের যে কোন অভিযোগ কমিটির কাছে দাখিল করতে পারবে। কমিটি নিম্নোক্ত উপায়ে কাজ করবে:

- প্রকল্প গ্রহণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নালিশ এবং শুনানি গ্রহণ;
- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নালিশ যদি ভূমি অধিগ্রহণ এবং সালিশ পদ্ধতি অথবা প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত কোন বিষয় হয়, তবে এ কমিটি তা জেলা প্রশাসক/কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ দিবে। নালিশ যদি প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত না হয় সেক্ষেত্রে প্রকল্পের পুনর্বাসন পরিকল্পনা নীতিমালার আলোকে বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির ব্যাপারে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;
- ভূমিহীন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নালিশকার্যে এ কমিটি কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

প্রাধিকারপ্রাপ্তদের যোগ্যতা :

ভূমির মালিক এবং ভূমিতে অবস্থিত সম্পত্তির যোগ্য মালিক ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য পুনর্বাসন প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

বেজা'র অধীনে প্রকল্প পরিচালক এর নেতৃত্ব ব্যবস্থাপক/উপব্যাস্থাপক/ সহকারী ব্যবস্থাপক/ সামাজিক ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি Safeguard Implementation Unit (SIU) গঠণ করা হবে। প্রকল্প পরিচালক প্রধান পুনর্বাসন কর্মকর্তাও হিসাবে কাজ করবেন। BEZA এর ব্যবস্থাপক/উপব্যবস্থাপক/ সহকারী ব্যবস্থাপক এবং সামাজিক বিশেষজ্ঞ এ পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে। পুনর্বাসন সর্ম্পকিত কাজ সঠিকভাবে বাস্তাবায়নের জন্য প্রকল্পের পরিচালক এ কাজে একটি অভিজ্ঞ এনজিও/ফার্ম নিয়োগ করতে পারবেন (প্রয়োজনে)।

পুনর্বাসন এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের কৌশল:

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১১টি পরিবারের পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে তবে তারা যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেলে নিজেরা তাদের ঘরবাড়ি স্থানান্তরে সম্মত হয় । এ কারণে তাদের কোন পুনর্বাসনের প্রয়োজন হবে না। তবে যাদের জীবিকা নষ্ট হবে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

প্রকল্প পরিচালক নিয়োগকৃত এনজিও/সেফগার্ড ইউনিটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করবেন। অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং আউটপুট সূচক উভয় পর্যবেক্ষণ করা হবে। বেজা, এনজিও/ সেফগার্ড ইউনিট/কমিটির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি যাচাইয়ে ত্রৈমাসিক প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তত করবে। পুনর্বাসন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কি না তা যাচাইকরণে প্রয়োজনে External Monitoring কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে যা External Monitoring সংস্থা বা ব্যক্তির মাধ্যমে করা হবে। Performance Impact Indicators কতটুকু বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা মূল্যায়নে মধ্য মেয়াদী এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন করা হবে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যা:

সামাজিক প্রভাব যাচাই ও আদমশুমারি চলাকালীন, কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বা জাতিগত সংখ্যালঘু জনসংখ্যা প্রকল্প এলাকায় পাওয়া যায়নি।